দৈনিক ইত্তেফাক

DEC. 05 2001

তারিখ ...
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৬

বৃটিশ ছাত্র-ছাত্রীরা লেখাপড়া প্রায় বিশ্বমানের ॥ তবে কোরীয়রা এগিয়ে আছে .... জরীপ

বৃটিশ তরুণ-তরুণীরা লেখাপড়ায় বিশ্বের অধিকাংশ দেশের ছাত্র-ছাত্রীদের তুলনায় সবচেয়ে বেশী সক্ষম ও যোগ্য। 'ওইসিডি' পরিচালিত এক আন্তর্জাতিক সমীক্ষার প্রাথমিক ফল থেকে এ তথ্য জানা যায় বলে বৃটিশ সংবাদপত্র গার্ডিয়ানের খবরে বলা হয়েছে। এই জরিপের আওতায় ৩১টি দেশের ১৫ বছর বয়সী ছাত্র-ছাত্রীদের পড়াশোনা, অঙ্ক ও বিজ্ঞানে পারদর্শিতা ও জ্ঞান যাচাই করা হয়। জরিপের আওতায় আসে ২,৬৫,০০০ ছাত্র-ছাত্রী। এ ধরনের বড়ো আকারের জরিপ এই প্রথম। জরিপের ফলে দেখা যায়, পড়াশোনা, অঙ্ক ও বিজ্ঞানে যুক্তরাজ্যের ছাত্র-ছাত্রীরা ওইসিডি তথা পাশ্চাত্যের উন্নত দেশগুলোর তুলনায় তাৎপর্যপূর্ণভাবে এগিয়ে আছে। পড়াশোনা তথা পাঠ্য বিষয় বুঝতে পারা, লিপি পাঠ বুঝতে পারা ইত্যাদি বিষয়ে যুক্তরাজ্যের ছাত্র-ছাত্রীদের অবস্থান সপ্তম। অঙ্কে পারদর্শিতার ক্ষেত্রে যুক্তরাজ্যের অবস্থান কোরিয়ার ঠিক নিচে, অষ্টম। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও বৃটেন রয়েছে কোরিয়ার ঠিক নিচে ৪র্থ অবস্থানে। তবে কিছুটা প্রতিকূল খবর এই যে, আরো লেখাপড়া ও জানা শোনার জন্য মৌলিক লেখাপড়ায় বেশ পিছিয়ে আছে ১৩ শতাংশ বৃটিশ ছাত্র-ছাত্রী। প্রতিবেদনে বলা হয়, এই ছাত্র-ছাত্রীরা শিক্ষার ক্ষেত্রে যেসব সুযোগ-সুবিধে রয়েছে সেগুলোর পুরো সদ্ব্যবহার তারা করতে পারবে না। পড়াশোনা ও জ্ঞানার্জনের ক্ষেত্রে সামাজিক পটভূমি বিশেষ করে যুক্তরাজ্য, অস্ট্রেলিয়া ও বেলজিয়ামে অত্যন্ত শক্তিশালী বিষয়। ওইসিডি'র কর্মকর্তা এন্ড্রিয়াস ক্লাইখার বলেছেন, ফিনল্যান্ডে সকলেই লেখাপড়ার ভালো করে। এ দেশটিতে সামাজিক পটভূমির তাৎপর্য অতি সামান্য। কিন্তু বৃটেনের সামাজিক পটভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সামগ্রিক বিচারে কোরিয়ার অবস্থা অত্যন্ত সুসঙ্গতিময়। সেখানে সকল বিদ্যালয়েই ছাত্র-ছাত্রীদের লেখাপড়ার মান প্রায় একই পর্যায়ের উন্নত। জার্মানি ও যুক্তরাজ্য শিক্ষার ক্ষেত্রে সমান সম্পদ নিয়োগ করলেও যুক্তরাজ্যের ছাত্র-ছাত্রীরা অপেক্ষকৃত ভালো ফল প্রদর্শন করে। এদিকে, বহুদেশে ছেলেরা পড়াশোনায় মেয়েদের তুলনায় পিছিয়ে যাচ্ছে। মেয়েরা এক্ষেত্রে ২৬ শতাংশ এগিয়ে আছে। বৃটেনের শিক্ষা ও দক্ষতা বিষয়ক সচিব এস্টেল মরিস এই ফলকে স্বাগত জানিয়েছেন। তবে একথাও বলেছেন, এতে আত্মতুষ্টিরও অবকাশ নেই।